কালের কণ্ঠ

তারিখ 11 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

বই উৎসব নিয়ে অনিশ্চয়তা

শিশুদের হাতে সময়মতো বই দিন

আগামী ১ জানুয়ারি প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের হাতে বিনা মূল্যের বই তুলে দিতে হবে। শেষ সময়ে মুদ্রণকারীরা বলছেন, গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়ায় তাঁদের খরচ বেড়ে গেছে, বইয়ের দাম পুনর্নির্ধারণ করা হোক। নির্ধারিত সময়ে মুদ্রণ করার কাজেও তাঁরা পিছিয়ে পড়েছেন। শর্ত ছিল, বই সরবরাহ ৩০ নভেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে। পরে সময় ১০ দিন বাড়ানো হয়। সেই হিসাবে সময় শেষ হচ্ছে আজ বৃহস্পতিবার। অথচ মঙ্গলবার পর্যন্ত অর্ধেক বই উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছেছে।

মুদ্রণকারীরা বলছেন, ডিসেম্বরের মধ্যে শতভাগ বই পৌঁছানো অসম্ভব। উৎসবের দিন সব শিশুর বই না পাওয়ার অনিশ্চয়তাও আমলে নিতে চাইছেন না তাঁরা। মুদ্রণকারীদের কথা হচ্ছে, শতভাগ শিশু তো আর প্রথম দিনই বই নিতে আসে না!

প্রতিবছরের মতো এবারও শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর আগেই সব বিদ্যালয়ে নতুন বই পৌঁছে যাবে—গত ২ ডিসেম্বর সংসদীয় কমিটিকে এ আশ্বাস দিয়েছে মন্ত্রণালয়। প্রশ্ন হচ্ছে, ছাপাই যদি শেষ না হয় মন্ত্রণালয় কিভাবে শতভাগ সরবরাহ শেষ করবে?

এ ছাড়া বিনা মূল্যের বইয়ের মুদ্রণমান ও কাগজের মান নিয়েও বরাবর প্রশ্ন ওঠে। মুদ্রণকারীরা কাগজের মানের শর্ত লঙ্ঘন করেন। ব্যবসায়িক চিন্তা থেকে কালিসহ অন্যান্য উপকরণেও তাঁরা চাতুরীর আশ্রয় নেন। ছাপা, বাঁধাই সবই হয় শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়া করে। ফলে শিশু বই হাতে পায় ঠিকই, ভালো মানের বই পায় না। এবারও নিম্নমানের কাগজে প্রাথমিকের বই ছাপার অভিযোগ উঠেছে। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি কালের কণ্ঠকে বলেছেন, ৮০ জিএসএম পুরুত্বের কাগজের শর্ত অনেকে মানছেন না। কেউ কেউ রিসাইক্লিং করা পুরনো কাগজে ছাপছেন।

যেনতেন মানের বই গছিয়ে দেওয়ার অপকর্ম বন্ধ করার চেষ্টাই এবার বিশ্বব্যাংক করেছিল। খরচের একটি অংশ বহন করার অবস্থান থেকে তারা পাঁচটি শর্ত দিয়েছিল। এর মধ্যে ছিল বিশ্বব্যাংক কাগজের মান ও ফর্মা পরীক্ষা করবে। উপজেলায় পাঠানোর পরও মান পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে। আর সব সন্তোষজনক হলেই বিল দেওয়া হবে। শর্ত না মেনে বেঁকে বসেন মুদ্রণকারীরা। শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হয় বিশ্বব্যাংক। কারণ এ ছাড়া বই মুদ্রণের অনিশ্চয়তা কাটছিল না। এবার বই ছাপা যে দেরিতে শুরু হয় তার অন্যতম কারণ ছিল এই টানাপড়েন। বিশ্বব্যাংকের শর্ত অস্বীকারের ঘটনা থেকেও বোঝা যায়, বইয়ের মান নয়, ব্যবসায়িক স্বার্থই বড় করে দেখছেন ছাপার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা। শেষ মুহূর্তে এসে খরচ বৃদ্ধির অজুহাত দাঁড় করিয়ে আর্থিক সুবিধা বাড়ানোর দাবিটিও মানা যায় না।

বর্তমান সরকারের যেসব সাফল্য রয়েছে শিক্ষা খাত তার অন্যতম। স্কুল ও মাদ্রাসা পর্যায়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের বই বিনা মূল্যে বিতরণে বাংলাদেশ বিশ্বে বিরল নজির স্থাপন করেছে। আশা করছি, এবারও শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীরা বই উৎসবে মেতে উঠবে। শিশুদের নতুন বছরের প্রথম ও সেরা উপহারটি যেন মানসম্মত হয়।